ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সালমান-শাহরুখ নিয়ে যা বললেন কজলা

c‡ 7

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে মার্তিনেজ

c‡ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২১ ● কলকাতা ● ০৭ মাঘ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২১ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শাস্তি শুনে কাঁদো কাঁদো, ভরা এজলাসে সঞ্জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শিয়ালদহ আদালতে শাস্তি ঘোষণা হওয়ার পর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন সঞ্জয় রায় 'বদনাম হয়ে গেলাম'। কাঁদো কাঁদো ভাবে সঞ্জয় রায়কে বিড়বিড় করতে শোনা যায়। এজলাস ছাড়ার সময় সঞ্জয় রায় বলতে থাকেন,' আমি দোষী হয়ে গেলাম'। সোমবার সঞ্জয় রায়ের চুল দাড়ি সম্পূর্ণ ছিল কামানো।সেই সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দুহাত সামনে ঝুলিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

বশিরুল হক ,লালবাগ

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার (২০ জানুয়ারি) লালবাগের হাজারদুয়ারির নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের মাঠে প্রশাসনিক সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের কাজের

এরপর ৩ পাতায়

ফাঁসিকাঠ কোনদিকে? জেলে প্রশ্ন 'অস্থির' সঞ্জয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সারারাত দু চোখের পাতা এক হয়নি। গলা দিয়ে নামেনি রাতের খাবারও। আজ যে সাজা ঘোষণা! ফাঁসি না যাবজ্জীবন? উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় অস্থির আর জি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়। শনিবার থেকেই বাড়তি পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে সঞ্জয়ের সেলে। সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে সেই সেল।জানা গিয়েছে, সঞ্জয়ের ফাঁসির হুকুম হলে

এরপর ২ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

BHABANI CHILD INSTITUTE
Estd.: 1993
ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

(১ম পাতার পর)

ফাঁসিকাঠ কোনদিকে? জেলে প্রশ্ন 'অস্থির' সঞ্জয়ের

আরোপিত হবে আরও বিধি-নিষেধ। আরও নিয়ম-নীতির নিগড়ে বেঁধে ফেলা হবে তাকে। ডাক্তারি পরীক্ষা আরও জোরদার করা হবে। সঞ্জয় যে ওয়ার্ডে আছে, তার ঠিক পিছনে রয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলের ফাঁসির মঞ্চ। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে সেই ফাঁসিকাঠে কারও ফাঁসি হয়নি। তবে কর্তৃপক্ষ ফাঁসির মঞ্চটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করছে। পরিষ্কার রাখছে। নিত্য পুজোও হচ্ছে ফাঁসিকাঠে। এর আগে শেষ ফাঁসি হয়েছিল আলিপুর জেলে, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। ১৪ বছর বয়সী স্কুল ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সরকারি ফাঁসুরে নাটা মল্লিক ফাঁসি দিয়েছিলেন। কুড়ি বছর আগের সেই স্মৃতি ঘুরেফিরে আসছে আর জি কর মামলার সাজা ঘোষণার আগে।ওয়ার্ডের সিপাই তো রয়েছেনই, তার উপর নজর রাখার অন্য বহাল করা হয়েছে অতিরিক্ত সিপাই। ওয়ার্ডের জমাদারবাবু ছাড়াও ডেপুটি জেলারকে মাঝেমধ্যেই সঞ্জয়ের সেল পরিদর্শন করতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার শিয়ালদহ আদালতের বিচারক সঞ্জয়কে দোষী ঘোষণা করে রায় দেওয়ার পর থেকেই জেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতা তুঙ্গে। নিয়ম মেনে যা যা করা উচিত, সব ব্যবস্থা করেছে জেল কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাতে ডাক্তার তার শারীরিক পরীক্ষা করে গিয়েছেন। রবিবার সকালেও হয়েছে স্বাস্থ্যপরীক্ষা। জানা গিয়েছে, রাতে একটু বাড়লেও পরের দিকে সঞ্জয়ের রক্তচাপ স্বাভাবিকই ছিল। হৃৎস্পন্দন একটু ওঠানামা করেছে। কিন্তু মোটের উপর কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা যায়নি। তবে মন জুড়ে যে প্রবল উদ্বেগ-উত্তেজনা রয়েছে, তার ছাপ পড়েছে চোখেমুখে। শনিবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সে কাঠগড়া আঁকড়ে ছিল। পুলিশকর্মীরা জোর করায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়। রবিবার অবশ্য দিনভর নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে সঞ্জয়।সিপাই থেকে শুরু করে ডেপুটি জেলার, সামনে যাকেই পেয়েছে সঞ্জয় জানার চেষ্টা করেছে, রায় হওয়ার কতদিন পর ফাঁসি কার্যকর হয়, কোথায় কোথায় ফাঁসির বিরুদ্ধে আবেদন জানানো যায়, এমনকী ফাঁসিকাঠ কোনদিকে, তাও কারারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করেছেন। যদিও রক্ষীর কেউই এই ব্যাপারে কথা বলছেন না, পাছে উত্তেজনা বেড়ে গিয়ে সঞ্জয়ের শরীর খারাপ হয়। তবে ফাঁসি হবে ধরে নিয়েই যে সঞ্জয় দিন গুনতে শুরু করেছে তা একপ্রকার স্পষ্ট। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই রায় শোনাবেন বিচারক। শনিবারই বিচারক জানিয়ে দিয়েছিলেন, "সব সাক্ষীদের ফেরা করে ও সিবিআইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে যা মনে হয়েছে, তাতেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। কী শাস্তি হবে, তা সোমবার জানানো হবে। সোমবার আপনার কথাও শুনব।" এই কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সঞ্জয়ের মনে। রাতে বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে বসেছেন। রবিবার দুপুরের খাবারও পুরোটা খায়নি সঞ্জয়। শুধু জল খেয়ে গলা ভেজানোর চেষ্টা করেছেন।

জামিনে মুক্তি পেয়েই বিধানসভায় বালু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দুর্নীতি মামলার তদন্ত সূত্রে ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রায় ১ বছর ৩ মাস জেল হেফাজতে থাকার পর অবশেষে সেই তিনি প্রাক্তন খাদ্য ও বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সদ্য জামিন পেয়েছেন। তার পর এক সপ্তাহ না ঘুরতেই সোমবার বিধানসভায় এলেন বালু।বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনের সময় থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রভাবশালী নেতা ছিলেন বালু মল্লিক। একে খাদ্য মন্ত্রী, সেই সঙ্গে আবার জেলা সভাপতি। কিন্তু একুশ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মেয়াদে

এরপর 6 পাতায়

বাংলাদেশে পুলিশ ব্যারাকের ভিতরেই হিন্দু মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে খুন

পটুয়াখালী

মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় হিন্দুদের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এবার পটুয়াখালীতে পুলিশ ব্যারাকের ভিতরেই এক হিন্দু মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। হতভাগিনী পুলিশ কনস্টেবলের নাম তৃষ্ণা বিশ্বাস। পুলিশ ব্যারাকের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।খোদ পুলিশ ব্যারাকের মধ্যেই এক মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা পুলিশ ও প্রশাসনের উপরমহলে পৌঁছতেই শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ এস এম নুরুল আখতার নিলয়, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহমেদ মাইনুল হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম, সদর থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ। তৃষ্ণার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের সুপার ও ময়নাতদন্তের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণ ও শ্বাসরোধ করে খুন করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাবে না বলে নির্দেশ দেন তিনি। একজন হিন্দু মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে অতি তৎপর হয়েছে জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তা। আত্মহত্যার তত্ত্বকে সামনে তুলে আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের আগেই সংবাদমাধ্যমকে আগ বাড়িয়ে পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন তৃষ্ণা। মানসিক রোগের চিকিৎসাও চালাচ্ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যদিও হিন্দু মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে আসরে নেমেছেন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম খুন হওয়া মহিলা কনস্টেবলকে মানসিক ভারসাম্যহীন সাজানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শাস্তি শুনে কাঁদো কাঁদো, ভরা এজলাসে সঞ্জয়

রায়। দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস সঞ্জয় রায় কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শনিবার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (৬৪) ধর্ষণ, (৬৬) ধর্ষণের জন্য মৃত্যু ও ১০৩(১) খুনের ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাকে।একটি জ্যাকেট সে পড়েছিল। ভিতরে ছিল বেগুনি রংয়ের সোয়েটার। সোমবার আদালতে প্রবেশ করার সময় সঞ্জয় রায়ের মুখে চোখে কোন বিশেষ পরিবর্তন ছিল না। কিন্তু শাস্তি ঘোষণা হওয়ার পর সেই সঞ্জয় রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এজলাসে।

সোমবার শিয়ালদহ আদালতের ২১০ নম্বর ঘরে সাজা ঘোষণা হওয়ার আগে বিচারক বক্তব্য জানতে চাইলে সঞ্জয় রায় বলেন সে খুন করেনি। এমনকি অন্য কিছুও করেনি। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। সঞ্জয় রায়কে আরো বলতে শোনা যায়, সে নাকি শুনেছে প্রমাণ কিছু নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে শনিবারের মতো এই দিনও বলে তার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সেটা নষ্ট হয়নি। তাকে নাকি মারধর করা হয়েছে যার যা ইচ্ছে তাই করেছে অত্যাচার করেছে সই করিয়েছে যেখানে বলেছে সেখানেই সে সই করতে বাধ্য হয়েছে। আদালতে সঞ্জয় রায়ের হয়ে তার আইনজীবী সওয়াল জবাব চালান বেশ কিছুক্ষণ।

(১ম পাতার পর)

আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

সুবিধার জন্য মোবাইল ফোন দেবে রাজ্য সরকার।এদিনের সভায় নিজেদের মধ্যে বিবাদে এবং ধর্মীয় কারণে সংঘর্ষে না জড়ানোরও আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর শেষের দিকে বেলডাঙায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মমতা বলেন, 'কেউ কেউ মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বেলডাঙায় কয়েক দিন আগে সাম্প্রদায়িক অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আমি উভয় সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওই ষড়যন্ত্রে পা না দেওয়ার জন্য। প্রশাসনকে ধন্যবাদ। আমি নিজে রাত জেগে সামলেছি। মনে রাখতে হবে আমরা ঐক্যবদ্ধ পরিবার। আমাদের ভেদাভেদ নেই।' বিজেপি এবং মোদি সরকার চাইলেও বাংলায় এনসিআর, এনপিআর চালু করতে দেবেন না বলেও এদিন ফের হুঙ্কার ছেড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'মানুষে-মানুষে বিভেদ লাগাতে বিজেপি সরকার এনআরসি, এনপিআর চালু করতে চাইছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি থাকতে এগুলো চালু করতে দেব না। বাংলায় হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সব ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করবেন।'ওই মোবাইল ফোন কেনার জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। খুব শিগগিরই ওই মোবাইল তুলে দেওয়া হবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা কর্মীদের হাতে।' কোভিডের সময়ে যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা মানুষের দরজায়-দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোভিডের সময় যখন কেউ ভয়ে বের হতো না, তখন এরা বের হতো। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পরিষেবা দিয়েছে। এখনও পরিষেবা দিচ্ছে। মানুষের জন্য, আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। তাই এদের জন্যও আমরা অনেক কিছু করার কথা ভেবেছি। আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের ভাতা বাড়িয়েছি। এবার এদের হাতে ফোন দেওয়া হবে।' আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের জন্য কেন্দ্র কোনও টাকা দেয় না বলেও ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

(২ পাতার পর)

বাংলাদেশে পুলিশ ব্যারাকের ভিতরেই হিন্দু মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করে খুন

সুপারকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে ধর্ষণের বিষয়টি বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদারিপুর সদর উপজেলার পূর্ব কমলাপুরের বাসিন্দা তৃষ্ণার জন্ম এক গরিব কৃষক পরিবারে। ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন। ছোটবেলায় টিউশনি করে নিজেই পড়াশোনার টাকা জোগাড় করেছিলেন। ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর মার ১৯ বছর বয়সেই পুলিশ কনস্টেবল হিসাবে চাকরি পান। পটুয়াখালী পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ডিউটিতে না পৌঁছনোয় তৃষ্ণার খোঁজ নিতে যান সহকর্মী ইতি রানি মালো। নিজের কক্ষেই তৃষ্ণাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। মুখ সহ সারা শরীরে অসংখ্য কামড় ও নখের দাগ ছিল। সহকর্মীরা নিশ্চিত হন, ধর্ষণের পরেই খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃষ্ণাকে।

শ্রী পীযূষ গয়াল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আয়ুক্তের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি , ২০২৫

বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গয়াল ব্রাসেল্স-এ ১৮ থেকে ১৯ জানুয়ারি ইউরোপীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আয়ুক্ত শ্রী মনস সেফকোভিচ-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনা হয়। এই প্রথম দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে বৈঠক হল। এর আগে ২০২৪-এর ডিসেম্বরে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল। আলোচনায় একে অপরের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন। আলোচনার লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য এবং লগ্নিতে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলগত কর্মসূচির জন্য একটি নতুন কাঠামো গঠন।

মন্ত্রী ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা জানান। শ্রী গয়াল ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক অংশীদারিত্ব গড়তে ৬টি বিস্তারিত নীতির কথা বলেন।

প্রথম, ভারত গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করবে। এমন একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হবে যার বাজারমূল্য বর্তমান হিসেবে ২৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০০ কোটি মানুষকে কাছাকাছি আসার অভূতপূর্ব সুযোগ করে দেবে।

দ্বিতীয়, ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক অর্থবহ ব্যবসায়িক কর্মসূচি তৈরি করবে, যা হবে স্বচ্ছ এবং সমতার ভিত্তিতে। মাশুল এবং মাশুল নয় এমন বাধাগুলি সরানো হবে সরলীকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে দুই পক্ষের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি সংস্থা, কৃষক এবং মৎস্যজীবিদের জন্য।

তৃতীয়, প্রধানমন্ত্রীর "জিরো ডিফেক্ট" এবং "জিরো এফেক্ট"

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারতীয় কফির চাহিদা বাড়ছে বিশ্বে

ভারতে কফির প্রচলন হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে। কিংবদন্তি মহাসন্ত বাবা বুদান ১৬০০ সালে কর্ণাটকের পাহাড়ে এনেছিলেন ৭টি মোচা বীজ। বাবা বুদানগিরির আশ্রম প্রাঙ্গণে সাধারণভাবে পোঁতা ওই বীজ থেকেই অজান্তে শুরু হয়েছিল বিশ্বে প্রথম সারির কফি উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারতের উত্থান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে কফির চাষ ক্রমশ সাধারণ কৃষিকাজ থেকে হয়ে উঠেছে শিল্প। এদেশের কফি এখন সারা বিশ্বে বন্দিত। বিশ্বে ভারত এখন সপ্তম বৃহত্তম কফি উৎপাদক দেশ। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমাণ পৌঁছেছে ১.২৯ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০২০-২১-এর ৭১৯.৪২ মিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণ। ভারতীয় কফির অনন্য স্বাদ, গন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা বেড়ে চলায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ২০২৫-এ জানুয়ারির প্রথমার্ধেই ভারত ৯,৩০০ টনের বেশি কফি রপ্তানি করেছে। ক্রেতাদের মধ্যে অন্যতম ইতালি, বেলজিয়াম এবং রাশিয়া। ভারতের কফি উৎপাদনের প্রায় তিন চতুর্থাংশ অ্যারাবিকা এবং রোবাসটা বিন। এগুলি রপ্তানি করা হয় আনরোস্টেড বিন হিসেবে। এছাড়াও মূল্য যুক্ত পণ্য যেমন, রোস্টেড এবং ইন্সট্যান্ট কফির চাহিদাও বাড়ছে। ফলে রপ্তানিও বাড়ছে।

কাফে সংস্কৃতির উত্থানের কারণে উচ্চ আয়ের মানুষের কাছে চায়ের বদলে কফির আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় ভারতে কফির ব্যবহার নিয়মিত বেড়েই চলেছে। এই ধারা প্রধানত লক্ষ্য করা গেছে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও। ঘরোয়া কফি বিক্রির পরিমাণ ২০১২-র ৮৪,০০০ টন থেকে বেড়ে ২০২৩-এ হয়েছে ৯১,০০০ টন। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের পানীয়ের অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনে কফি হয়ে উঠেছে অপরিহার্য।

ভারতের কফি প্রধানত উৎপন্ন হয় পশ্চিম এবং পূর্বঘাট পর্বতে, যে অঞ্চল জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। উৎপাদনে এগিয়ে কর্ণাটক যেখানে ২০২২-২৩এ উৎপন্ন হয়েছিল ২,৪৮,০২০ মেট্রিক টন। এর পরেই আছে কেরল এবং তামিলনাড়ু। এই এলাকাগুলি ছায়ায় চাষের জন্য পরিচিত তাতে শুধু কফি শিল্পেরই উপকার হচ্ছে তা নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে, এই জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হচ্ছে।

কফি উৎপাদন বাড়াতে এবং দেশে-বিদেশে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে কফি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড কফি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিসি)-র মাধ্যমে জোর দেওয়া হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধিতে, অপ্রচলিত অঞ্চল সহ চাষের এলাকা বাড়াতে এবং কফি চাষ সুস্থায়িকরণ সুনিশ্চিত করতে। এই পদক্ষেপগুলি একটি সার্বিক রণকৌশলের অঙ্গ যাতে ভারতের কফি শিল্প শক্তিশালী হয়, বাড়ে উৎপাদন এবং বিশ্বে প্রতিযোগিতার মোকোবিলা করতে পারে।

এই সাফল্যের একটি বড় উদাহরণ আরাকু ভ্যালি। যেখানে প্রায় ১,৫০,০০০ আদিবাসী পরিবার কফি বোর্ড এবং ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইটিডিএ)-র সহযোগিতায় কফির উৎপাদন বাড়িয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। এই সাফল্যের পিছনে আছে গিরিজন কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন (জিসিইসি)-এর দেওয়া ঋণ। এর থেকে বোঝা যায় কীভাবে কফি চাষ সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সফল করতে সাহায্য করছে।

এইসব উদ্যোগ, এবং তার সঙ্গে রপ্তানির জন্য উৎসাহভাতা ও লজিস্টিক সংক্রান্ত সহায়তা সব কিছু মিলে ভারতের কফি শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ঘরোয়া উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূখিনতার উন্নতি করতে এগুলি সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক কফি বাজারে ভারতকে অগ্রগণ্য দেশ হিসেবে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

থাকেন তবে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল অম্বুলিম্বঘাট থেকে । পথে পড়েছিল বাড়ুইপুর, গড়িয়া বোড়াল ইত্যাদি গ্রাম। নৌকো পেরিয়ে যাচ্ছে কালীঘাট । একটু দূরে নৌকো এসে পৌঁছল মুন্সীগঞ্জের কাছে। এখান থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গা সোজা বয়ে গেছে কলকাতা চিৎপুর গ্রাম হয়ে হুগলীর দিকে। বাঁদিকে সংকীর্ণ খাড়ি বা খাল। তারা এখানে খাল পেরিয়ে মেদিনী পুর হয়ে পুরী যান। শ্রীচৈতন্যদেব শাক্ত তীর্থ কালীঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বেশ বোঝাই যাচ্ছে ৫০০ বছর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এনডিআরএফ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ

নতুনদিল্লি ১৯ জানুয়ারী ২০২৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এনডিআরএফ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে শ্রী শাহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং প্রায় ২২০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরমধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ন্যাশনাল সাউথ ক্যাম্পাস, এনডিআরএফ-এর ১০-ম ব্যাটেলিয়ন এবং সৌপল ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক প্রতিরোধ কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে একটি নতুন সুসংহত শুটিং রেঞ্জের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিরুপতিতে আঞ্চলিক ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নায়ডু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী গোবিন্দ মোহন এবং এনডিআরএফ-এর মহা নির্দেশক শ্রী পীযূষ আনন্দ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারে এগিয়ে আসে এনডিআরএফ আর মানবঘটিত বিপর্যয়ে এগিয়ে আসে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ২০১৯ থেকে ২০২৪ এই ৫

এরপর ৫ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর ব্যাধও সেই রাত্রি কাটিয়েছিল উপবাসে। তার শরীর থেকে আমার প্রতীকের ওপর হিম বা শিশির ঝরে পড়েছিল। তার শরীরের ঝাঁকুনিতে বিল্বপত্র পড়েছিল আমার প্রতীকের ওপর। এভাবে উপবাসে বিল্বপত্র প্রদানে এবং শিশিরস্নানে নিজের অজান্তেই ব্যাধ শিবরাত্রিব্রত করে ফেলল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

বা সোনার কোন শৃঙ্খলেই বাঁধার চেষ্টা করিনি। আমরা অন্যদের নিজেদের সঙ্গে লৌহ শৃঙ্খলের থেকেও মজবুত অথচ সুন্দর ও সুখপ্রদ রেশম সুতোয় বেঁধেছি। সেই বন্ধন ধর্মের, সংস্কৃতির, জ্ঞানের। আমরা এখনো সেই পথেই চলতে থাকব এবং আমাদের একটাই ইচ্ছা ও অভিলাষ, আমরা পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারব ও সারা বিশ্বের হাতে সত্য ও অহিংসার অব্যর্থ অস্ত্র তুলে দিতে পারব, যা আজ আমাদের স্বাধীনতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে এমন কিছু আছে যা সময়ের চপেটাঘাত সত্ত্বেও আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি দিয়েছে। যদি আমরা আমাদের আদর্শকে সামনে রেখে এগোই তাহলে এই বিশ্বসংসারের প্রভূত সেবা আমরা করতে পারব।" বন্ধুরা, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদজি মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দেশের অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। এবারে আমি আপনাদের ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছি। উনি সুযোগের সাম্যের কথা উত্থাপন করেছেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছেন –

"I hope sir that we shall go

(দ্বিতীয় পর্ব)

ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India which will be the motherland of not this community or that, not this class or that, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land irrespective of race, caste, creed or community. Everyone will have an equal opportunity, so that he or she can develop himself or herself according to best talent and serve the great common motherland of India."

(স্যার, আশা করি আমরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব এবং এর মধ্যে দিয়ে সেই মহান ভারতের নির্মাণে সাহায্য করব যা শুধুমাত্র কোন একটি সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর নয়, বরং এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের, প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর। এখানে প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে যাতে তাঁরা, তাঁদের প্রতিভার 'সেরা'টা দিয়ে নিজেদের বিকশিত করতে পারেন, এবং এই মহান মাতৃভূমি ভারতের সেবা করতে পারেন।)

বন্ধুরা, আমি আশা করি, সংবিধান সভার debate-এর এই orginal audio শুনে আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আমাদের দেশের নাগরিকদের এই চিন্তা-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এমনই ভারতবর্ষ নির্মাণের জন্য কাজ করতে হবে, যা নিয়ে আমাদের সংবিধান প্রণয়নকারীরাও গর্ব-বোধ করতে পারেন।

বন্ধুরা, সাধারণতন্ত্র দিবসের একদিন আগে, ২৫ শে জানুয়ারি, National Voters Day। এই দিনটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দিনই 'ভারতের নির্বাচন কমিশন' স্থাপিত হয়েছিল অর্থাৎ Election Commission। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে আমাদের নির্বাচন কমিশনকে, গনতন্ত্রে মানুষের অংশীদারিত্বকে অনেক বড় স্থান দিয়েছেন। দেশে যখন ১৯৫১-৫২-এ প্রথমবার নির্বাচন হয়েছিল, তখন কিছু মানুষের মনে দ্বিধা ছিল দেশে গণতন্ত্র আদৌ টিকে থাকবে কিনা! কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র সমস্ত

(ক্রমশঃ)

(৩ পাতার পর)

শ্রী পীযূষ গয়াল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আয়ুক্তের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনা

উৎপাদন ক্ষমতার জন্য আহ্বানের সূত্রে ভারতকে উচ্চগুণমানসম্পন্ন পণ্যের বাজার নির্মাণ করার উদ্যোগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করা হবে প্রায়োগিক সেরা পন্থা, মানের সমতা, আদান-প্রদানের জন্য এবং এইসব লক্ষ্য পূরণে পারস্পরিক প্রক্রিয়া গঠনে।

চতুর্থ, ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্মাণ, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল প্রস্তুত এবং সুদৃঢ় সরবরাহ শৃঙ্খল নির্মাণের জন্য, যাতে বাজার বহির্ভূত অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

পঞ্চম, পরস্পরের উন্নয়নের স্তর এবং অভিন্ন কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দায়িত্বের নীতিকে মাথায় রেখে ন্যায্য পদ্ধতিতে বাণিজ্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে।

ষষ্ঠ, প্রযুক্তির উন্নয়নে নেতৃত্বদানে এবং তরুণ, প্রত্যাশী এবং উচ্চ মেধার মানুষের দেশ হিসেবে ভারত পারস্পরিক উন্নয়ন এবং বৃদ্ধিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অংশীদার করে তুলতে একটি সেতুর সন্ধান করবে।

একটি নতুন ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৌশলগত কর্মসূচি নির্মাণ করার লক্ষ্যে দুই নেতা দুই পক্ষকেই রাজনৈতিক দিকনির্দেশ করেন, যাতে বাণিজ্য এবং লগ্নির জন্য পারস্পরিক সুবিধা পাওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলায় দ্রুত শক্তিশালী এফটিএ তৈরি করা যায়। দুই নেতা ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি কাউন্সিল (টিটিসি)-এর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ গোষ্ঠীর অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করতে ও একটি পথচিত্র তৈরি করতে তাঁরা দুই পক্ষের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক স্তরে এবং মন্ত্রী পর্যায়ে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হন। বৈঠকে যোগ দেন দুই পক্ষের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা।

(২ পাতার পর)

জামিনে মুক্তি পেয়েই বিধানসভায় বালু

তাঁর ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হয়। জেলায় একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁর আর ছিল না। দফতরের ওজনও কমে যায়। খাদ্য দফতর থেকে পাঠানো হয় বন দফতরে। এদিন জ্যোতিপ্রিয়র অ্যাপিয়ারেন্সে পরিষ্কার যে কাম ব্যাকের চেষ্টায় রয়েছেন তিনি। সোমবার বিধানসভায় আসার মধ্যে দিয়ে যা শুরু করে দিলেন।

গত বুধবার জামিন পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। জেল হেফাজতে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সোমবার প্রথম দর্শনে যেন তাঁকে চেনা মুশকিল। এমনিতেই তাঁর ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে। জেলে বছর খানেক থাকার পর শরীর অনেকটাই ভেঙে গেছে। তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা বলছেন, ৭৮ কেজি থেকে ওজন কমে হয়েছে ৫৪।

এদিন বিধানসভায় ঢুকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অবশ্য জ্যোতিপ্রিয় কিছুটা ইতস্তত করেন। তাঁর ছবি তুলতে আপত্তি জানান। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা এখনও বিচারাধীন বলে কোনও কথা বলতে চাননি। তবে জ্যোতিপ্রিয়র ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, ১ বছর ৩ মাসের বকেয়া বেতন তুলতে বিধানসভায় পৌঁছেছেন তিনি। এ ব্যাপারে কিছু সই সাবুদ করতে হবে তাঁকে।বিধানসভায় সরকারি দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার রাজনীতিতে নির্মল ঘোষ ওরফে নান্টু ঘোষ দীর্ঘদিন দিন ধরে জ্যোতিপ্রিয়র বন্ধু। সূত্রের খবর, বালু জামিন পাওয়ার পর গত কদিনে তাঁর সল্টলেকের বাসভবনে যাঁরা দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নির্মল ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এছাড়াও ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও হাবড়া বিধানসভা এলাকার স্থানীয় নেতারা গিয়ে বালুর সঙ্গে দেখা করেছেন ও তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। সম্ভবত নির্মল ঘোষের পরামর্শে বালু এদিন বিধানসভায় পৌঁছন।

এদিন বিধানসভায় পৌঁছেও জ্যোতিপ্রিয় প্রথমে নির্মল ঘোষের কক্ষে গিয়ে বসেন। সেখানে চা বিস্কুটের সঙ্গে অনেক দিন পর খানিক আড্ডা হয়। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এদিন ফের ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। কারণ, তাঁর কিডনিতেও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।গ্রেফতার হওয়ার সময়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী। সেই সুবাদে বিধানসভায় তাঁর একটি ঘরও রয়েছে। তবে জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতারের পর থেকে সেই ঘরে তালা লাগিয়ে রেখেছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। ঠিক যেমন বিধানসভায় মন্ত্রী হিসাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে ঘরে বসতেন সেই ঘরে তালা লাগানো রয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় এখন মন্ত্রী নন। তাই বিধানসভায় সেই ঘরে গিয়ে বসার তাঁর অধিকার নেই। তবে এখনও তিনি হাবড়ার বিধায়ক। তাই হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে তিনি পুরোদস্তুর সভায় যোগ দেবেন।

(৪ পাতার পর)

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এনডিআরএফ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ

বছরে অন্ধ্রপ্রদেশ মানব ঘটিত দুর্যোগে অনেক বিপত্তির মুখে পড়েছে। যাতে ব্যাহত হয়েছে রাজ্যের প্রভূত সম্ভাবনা। তিনি বলেন, এই সময়কালে উন্নয়নের ক্ষতির ভার কাটিয়ে উঠতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের গতিকে ৩ গুণ প্রসারিত করেছেন। সক্ষম প্রশাসন, আর্থিক এবং উন্নয়নমূলক কৌশলের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চন্দ্রবাবু নায়ডু-র প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ মাসে ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ও সাহায্যে জুগিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের গর্বের প্রতীক বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অতি সম্প্রতি ১১ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। চন্দ্রবাবু নায়ডুর ইচ্ছানুসারে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে অমরাবতীকে সগৌরবে ভূমি পুজোর মাধ্যমে উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের উচ্চাকাঙ্খী নানা প্রকল্পকে অবহেলা করায় বিগত সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

শ্রী শাহ বলেন, বিগত ৬ মাসে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে অমরাবতীকে গড়ে তোলার চন্দ্রবাবু নায়ডুর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে কেন্দ্র অমরাবতী প্রকল্পে হাডকো এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ২৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। নতুন রেলওয়ে জোনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং পোলাভারম থেকে জল ২০২৮ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে। ১,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এইমস হাসপাতাল প্রকল্প চালু এবং বিশাখাপত্তনমকে গ্রীণ হাইড্রোজেন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে ২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য গত ৬ মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সড়ক এবং পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে চন্দ্রবাবু নায়ডুর পাশে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত এক দশকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পুলিশ, থানা, এনসিসি, স্কাউট সকলেই সমন্বিতভাবে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে একসাথে কাজ করছে। এই ব্যবস্থাপণা ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং কার্যবিধির যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ত্রাণ কেন্দ্রিক অভিমুখকে বর্তমানে উদ্ধার কেন্দ্রিক অভিমুখে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। বিপর্যয়ে প্রানহানির সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে এনডিআরএফ, এনডিএমএ এবং এনআইএমডি সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, এনডিআরএফ দেশের মধ্যেই কেবল বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্ব জুড়ে অতি অল্প সময়ে তা স্বীকৃতিলাভ করেছে। বিগত দুটি বড়মাপের প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝায় কোনো জীবনহানি না ঘটায় এনডিআরএফ-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মায়ানমার, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এনডিআরএফ-এর কাজেরও প্রশংসা করেছেন সেইসব দেশের প্রধানরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় ব্যবস্থাপণায় দ্বাদশ অর্থ কমিশনের ১২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে চতুর্দশ অর্থ কমিশনে ৬১,০০০ কোটি টাকা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত সিডিআরআই অর্থাৎ বিপর্যয় প্রতিরোধ পরিকাঠামো জোট গড়ে তুলেছে। বর্তমানে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ৪৮টি দেশ। বিপর্যয় ব্যবস্থাপণা ক্ষেত্রে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে মোদী সরকার নানা অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং পোর্টাল চালু করেছে বলে তিনি জানান। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা নিজ নিজ ভাষাতেও এই অ্যাপের উপযোগিতা গড়ে তুলেছেন। ডায়াল ১১২-এর মতো সাধারণ সতর্কবার্তা প্রোটোকল মানুষের উপকারে লাগছে। শ্রী শাহ বলেন, আজ আরও দুটি প্রতিষ্ঠান এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কেন্দ্রকে নিখরচায় জমি দিয়েছেন চন্দ্রবাবু, সেখানে এনডিআরএফ-এর দশম ব্যাটলিয়ন এবং এনআইডিএম-এর দক্ষিণ ভারত শাখা গড়ে উঠেছে।

সিনেমার খবর

স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কত সম্পদ রেখে গেছেন ইরফান খান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইরফান খান ছিলেন বলিউডের দাপুটে অভিনেতা। দীর্ঘদিন নিউরোন্ডোক্রেইন রোগে ভোগে ২০২০ সালের ২৯ এপ্রিল মারা যান তিনি। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়।

অভিনয় ক্যারিয়ারে অনেক প্রশংসিত সিনেমা উপহার দিয়েছেন ইরফান খান। তাই তো মৃত্যুর পরও একবিংশ শতাব্দীর সেরা ষাটজন অভিনয়শিল্পীর তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ইরফান। যে তালিকায় বিশ্বের তাবড় তাবড় অভিনয়শিল্পীরা রয়েছেন। কিছুদিন আগে এ তালিকা প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইরফান খান যশ-খ্যাতির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রযোজক-লেখক সুতপা সিকদারের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন ইরফান খান। এ সংসারে তাদের দুটো পুত্রসন্তান রয়েছে। বড় ছেলের নাম বাবিল খান। এরই মধ্যে বলিউডে অভিষেক ঘটেছে তারা। স্ত্রী-পুত্রদের জন্য কত সম্পত্তি রেখে গেছেন ইরফান খান?

ইন্ডিয়া টাইমসের তথ্যানুসারে, মঞ্চনাটকের মাধ্যমে অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেন ইরফান খান। পরবর্তীতে বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পারিশ্রমিক যেমন নিতেন, তেমনি লভ্যাংশও পেতেন এই অভিনেতা। প্রতি সিনেমার জন্য ১৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিতেন ইরফান খান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ভালো অঙ্কের অর্থ নিতেন। পাশাপাশি প্রতি বিজ্ঞাপনের জন্য ৪-৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিতেন। এছাড়াও ১১০ কোটি রুপি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি। মুম্বাইয়ে ইরফান খানের বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে, জুহুতে তার একটি ফ্ল্যাটও আছে। অন্য তারকাদের মতো ইরফান খানের গাড়ির প্রতি আলাদা ভালোবাসা ছিল। তার সংগ্রহে ছিল টয়োটা সেলিকা, বিএমডব্লিউ, মাসরাতি কোয়াট্রোপোর্টে, ওডি ব্র্যান্ডের গাড়ি। এসব গাড়ির মোট মূল্য ৩-৫ কোটি রুপি। যাইহোক, ইরফান খানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩২১ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৫৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি)।

গত ৭ জানুয়ারি ছিল ইরফান খানের জন্মদিন। এ উপলক্ষে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে সাক্ষাৎকার দেন ইরফান খানের স্ত্রী সুতপা সিকদার। এ আলাপচারিতায় তিনি জানান, ইরফান খান মহারাষ্ট্রে একটি আমের বাগান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ফলের বাগান গড়ারও পরিকল্পনা ছিল তার। কৃষকদের আধুনিকভাবে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল ইরফানের।

১৯৮৮ সালে 'সালাম বম্বে' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে ইরফান খানের। মীরা নায়ার পরিচালিত এই সিনেমা একাডেমি পুরস্কারে মনোনীত হয়েছিল। ৩২ বছরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে দেশ-বিদেশের ৯৪টি সিনেমায় অভিনয় করেন ইফরান খান।

ইরফান খানের বিচরণ শুধু বলিউডে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমসাময়িক বিশ্ব চলচ্চিত্রের প্রিয় মুখও ছিলেন তিনি। 'স্লামডক মিলিয়নিয়র', 'লাইফ অব পাই', 'সালাম বম্বে', 'মকবুল', 'লাঞ্চবক্স', 'পিকু', 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড', 'অ্যামেজিং স্পাইডার ম্যান'-এর মতো কালজয়ী সিনেমা উপহার দেন তিনি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি ২০১৩ সালে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও লাভ করেন ইরফান।

যে কারণে মেজাজ হারালেন সোনাক্ষী

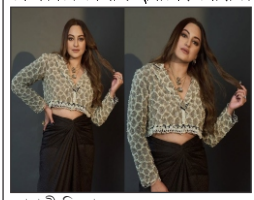

সোনাক্ষী সিনহা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহাকে সচরাচর মাথা গরম করতে দেখা যায় না। পাপারাৎজিদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খুবই ভাল। তবে এবার মেজাজ হারালেন অভিনেত্রী। এক ফটোগ্রাফারের কাজ দেখে কড়া ভাষায় কথা বললেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি, নেট দুনিয়ায় সোনাক্ষীর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুম্বাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে প্রবেশ করছেন অভিনেত্রী। তখনই এক ফটোগ্রাফার তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। শুরু হয় একের পর এক ছবি তোলা।

প্রথমে সোনাক্ষী হাসি মুখেই হাঁটছিলেন। কিন্তু শেষে মেজাজ হারান। ফটোগ্রাফারদের উদ্দেশে তাকে ওই ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, "এবার আপনি থামুন! অনেক হয়েছে।"

এরপরই ওই ফটোগ্রাফারের উদ্দেশে হাত জোর করে অনুরোধ করতে থাকেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, ওই অনুষ্ঠানে সোনাক্ষী একা ছিলেন না। অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী জাহির ইকবাল। অভিনেত্রীর আচরণ দেখে ফটোগ্রাফাররা প্রত্যেকেই তার থেকে দূরে সরে যান।

গত বছর জুন মাসে জাহিরের সঙ্গে বিয়ে সেরে তাদের সম্পর্কে সিলমোহর দেন সোনাক্ষী। তার আগে তারা প্রায় সাত বছর সম্পর্কে ছিলেন। গত বছর 'কাকুড়া' ছবিতে সোনাক্ষীকে দর্শক দেখেছেন। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, এই মুহূর্তে নতুন সংসারে মন দিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে পাশাপাশি নতুন চিত্রনাট্যও পড়ছেন তিনি। খুব দ্রুত নতুন কাজের ঘোষণা করতে পারেন অভিনেত্রী।

সালমান-শাহরুখ নিয়ে যা বললেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শাহরুখ, সালমান ও আমিরের সঙ্গে অভিনয় করেননি কঙ্গনা রানাউত। একাধিকবার সুযোগ এলেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এদের মধ্যে সালমান খানের সঙ্গে খুবই ভালো বন্ধুত্ব কঙ্গনার। কিন্তু তার সঙ্গেও কোনও ছবিতে জুটি বাঁধেননি তিনি। তার কারণ নিজেই সাক্ষাৎকারে জানালেন অভিনেত্রী।

বহু ছবিতে সালমানের বিপরীতে অভিনয় করার প্রস্তাব এসেছে কঙ্গনার কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'জনকে এক পর্দায় দেখা যায়নি। ভবিষ্যতে কি 'ভাল বন্ধু' সালমানের সঙ্গে এক ছবিতে কঙ্গনাকে দেখা যাবে? অভিনেত্রী বলেন, "সালমান আমার ভাল বন্ধু। একসঙ্গে কাজ করার বহু সুযোগ আমরা পেয়েছি। কিন্তু কোনও

ভাবেই একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি।"

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে সালমান সম্পর্কে কঙ্গনা বলেছিলেন, "সালমানজির অসংখ্য অনুরাগী রয়েছেন। মানুষ ওকে কত ভালবাসে। আমি মনে করি, দেশে ওর অনুরাগীই সবচেয়ে বেশি। যারা ওকে ভালোবাসেন, মন দিয়ে ভালোবাসেন। যারা অপছন্দ করেন, তাদের ওকে কখনওই ভাল লাগবে না। ওকে যারা প্রতিযোগী মনে করেন, সলমন তাদের কাছে কাঁটা হবেনই।"

কিছু দিন আগেই কঙ্গনা জানিয়েছেন তিন খানের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক। ভবিষ্যতে শাহরুখ, সালমান ও আমিরের ছবির পরিচালক হতেও তিনি ইচ্ছুক বলে জানান। কঙ্গনা বলেছেন, "আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আমি বলিউডের তিন খানকে কোনও ছবিতে পরিচালনা করতে চাই কি না! কেন করব না? ভাল চিত্রনাট্য থাকলে অবশ্যই করব। আমি মনে করি, ওদের মধ্যে সত্যিই যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু একই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন ওরা। তাই ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ভালই লাগবে।"

ময়েসকে আবারও ফিরিয়ে আনল এভারটন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সাবেক কোচের শরণাপন্ন হলো কঠিন সময়ের মধ্যে থাকা এভারটন। পূর্বে ১১ বছর ক্লাবটির দায়িত্ব পালন করা ডেভিড ময়েসকে আবারও ফিরিয়ে আনল তারা। ইংলিশ ক্লাবটিতে ফিরতে ফেরে ভীষণ খুশি এই স্কটিশ কোচ।

গত বৃহস্পতিবার শন ডাইসকে চাকরিচ্যুত করে এভারটন। দুদিন পর শনিবার ৬১ বছর বয়সী ময়েসের সঙ্গে তারা চুক্তি করল আড়াই বছরের। সাম্প্রতিক সময়ে দলটির মাঠের পারফরম্যান্স যাচ্ছেতাই। প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের অবনমন অঞ্চল থেকে স্রেফ ১ পয়েন্ট দূরে তারা। এখন পর্যন্ত ১৯ ম্যাচ খেলে তারা জিততে পেরেছে কেবল ৩টি। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৬তম স্থানে।

ব্যর্থতার বৃত্তে বন্দি দলকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব এখন ময়েসের কাঁধে। কঠিন এই সময়েও দলের হাল ধরতে 'দ্বিতীয়বার ভাবেননি' তিনি। এখন সমর্থক থেকে শুরু করে সবাইকে পাশে চান তিনি। তিনি জানান, "এভারটনে আমি ১১টি অসাধারণ ও সফল বছর কাটিয়েছি। এই গ্রেট ক্লাবে পুনরায় যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হলে আমি একটুও দ্বিধা করিনি।"

ডেভিড ময়েস বলেন, "এখন আমাদের সব এভারটোনিয়ানকে এই গুরুত্বপূর্ণ মৌসুমে খেলোয়াড়দের পাশে থেকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। যাতে আমরা প্রিমিয়ার লিগের দল হিসেবেই আমাদের চমৎকার নতুন স্টেডিয়ামে যেতে পারি।"

২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এভারটনের কোচের দায়িত্ব পালন করেন ময়েস। এরপর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রেয়াল সোসিয়েদাদ, সান্ডারল্যান্ড ও ওয়েস্ট হ্যামের কোচ ছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বে ২০২৩ সালের ইউরোপা কনফারেন্স লিগ জেতে ওয়েস্ট হ্যাম। ২০২৩-২৪ মৌসুম শেষে ক্লাবটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন তিনি। এবার নতুন করে দায়িত্ব নিলেন পুরনো ঠিকানার।

লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে মার্তিনেজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শুরুর একাদশে থেকে ম্যাচ শুরু করেছিলেন বার্সেলোনার ইনিগো মার্তিনেজ। ম্যাচের ২৯তম মিনিটে পায়ে অস্বস্তি বোধ করায় মাঠ ছাড়েন এই ডিফেন্ডার। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত বার্সা বিশাল ব্যবধানে জিতলেও দুঃসংবাদ পেলেন মার্তিনেজ। চোটে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন তিনি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এসএ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডান পায়ের ফিমোরাল বাইসেপসে পেশি ছিঁড়ে গেছে মার্তিনেজের। এ কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হবে স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডারকে।

এদিকে, মার্তিনেজের ইনজুরিতে বড় ধাক্কা খেলো বার্সেলোনা। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৭ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ইনজুরি কাটিয়ে সুপার কাপের ফাইনাল দিয়ে মাঠে ফেরেন বার্সেলোনার ডিফেন্ডার আরাউহো। গুঞ্জন রয়েছে, পর্যাপ্ত প্লেয়িং টাইম না পাওয়ায় বার্সা ছেড়ে জুভেন্তাসে যোগ দিতে পারেন তিনি। তবে, সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। আবার এর মধ্যে মার্তিনেজ চোটে পড়ায় নিশ্চিতভাবেই পর্যাপ্ত প্লেয়িং টাইম পাবেন আরাউহো। তাই হয়তো আর আপাতত বার্সা ছাড়তে হচ্ছে না তাকে।

আইপিএলে পাঞ্জাবের অধিনায়ক আইয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি মৌসুমে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে ইতিহাস গড়ে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন শ্রেয়াস আইয়ার। ২৬.৭৫ কোটি রুপিতে তাকে দলে ভেড়ায় পাঞ্জাব কিংস। এবার পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন আইয়ার।

৩০ বছর বয়সী শ্রেয়াস ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলসহ সব ফরম্যাট মিলিয়ে চারটি শিরোপা জিতেছেন। গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে তার নেতৃত্বেই ট্রফি জিতেছে মুম্বাই দল। রঞ্জি ট্রফি এবং ইরানি ট্রফি জয়ী মুম্বাই দলের হয়ে মাঠে ছিল আইয়ার।

আইপিএলে নতুন দলের দায়িত্ব পেয়ে তার উচ্ছ্বসিত আইয়ার এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাইবেন, যাদের কপালে এখনও শিরোপা জুটেনি। সর্বশেষ ২০১৪ সালে ফাইনালে পৌঁছেছিল পাঞ্জাব কিংস, তবে কলকাতা নাইট

রাইডার্সের কাছে হেরে যাওয়ায় অধরা রয়ে যায় শিরোপা।

অধিনায়কত্ব পেয়ে আইয়ার বলেন, 'আমি সম্মানিত যে দলটি আমার উপর আস্থা রেখেছে। আমি কোচ পন্টিংয়ের সঙ্গে আবার কাজ করতে মুখিয়ে আছি। দলটি শক্তিশালী, যেখানে সম্ভাব্য এবং প্রমাণিত পারফরমারদের একটি চমৎকার মিশ্রণ রয়েছে।'

পাঞ্জাব কিংসের সিইও সতীশ মেনন বলেন,'আইয়ারকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। তিনি এবং পন্টিং আবার একসাথে কাজ করায় আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের দল একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব পেয়েছে, যা আমাদের প্রথম শিরোপা জেতার দিকে পরিচালিত করবে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR